ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

« বড় ধাক্কা কঙ্গনার, মানহানির মামলায় স্থগিতাদেশের আবেদন খারিজ

পৃঃ ৫

স্পিন পিচের » কারণে ক্ষতি হচ্ছে ভারতীয় ব্যাটারদের: সৌরভ গাঙ্গুলি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৩৮ ● কলকাতা ● ২৪ মাঘ, ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● ০৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

একশ দিনের প্রকল্পেও দুর্নীতির পাহাড়?

চোর ধরতে মাঠে নামল ইডি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিয়োগ দুর্নীতি রেশন দুর্নীতির পর এবার একশ দিনের কাজ প্রকল্পে অনিয়ম নিয়ে তেড়েফুঁড়ে মাঠে নেমেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। সূত্রের খবর, এই খাতে বাংলার প্রায় ২১ লক্ষ শ্রমিকের মজুরি আটকে আছে। যদিও রাজ্য সরকারের দাবি, এই বকেয়া টাকা খুব শীঘ্রই মিটিয়ে দেওয়া হবে।

এই তালিকা তৈরি হয়ে গেলে তা পাঠানো হবে ব্যাঙ্ক পঞ্চায়েতে। এরপর বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঐ তালিকা মিলিয়ে দেখার দায়িত্ব পঞ্চায়েত দফতরের। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত তথ্য সবকিছু খতিয়ে দেখে তা লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ রয়েছে এসওপিতে। আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে লিস্ট চূড়ান্ত করে আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ব্যাঙ্ক ওয়াড়ি পেমেন্ট অ্যাডভাইজ তৈরি করে ফেলতে হবে বিডিওদের। এরপর আগামী ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাবে নবান্ন।তবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটির দাবি, এই বকেয়ার মধ্যেও থাকতে পারে দুর্নীতি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২১ লক্ষ শ্রমিকের এই বকেয়া মজুরি বাবদ আটকে আছে প্রায় ২৮০০ কোটি টাকা। এর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন যে, আগামি ২১ ফেব্রুয়ারীর আগেই রাজ্যের শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এই টাকা। ইতিমধ্যেই নাকি এসওপি, তথা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতর।

সূত্রের খবর, রাজ্যের জেলায়

এরপর ৩ পাতায়

রাজ্যসভায় কংগ্রেসকে খোঁচা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শুক্রবার রেড রোডের ধর্না থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কংগ্রেসের উদ্দেশে বলেছিলেন, গোটা দেশে ৩০০ আসনে লড়ুক কংগ্রেস। চল্লিশটাও পার করতে পারবে না। মঙ্গলবার সেই প্রসঙ্গ টেনে রাজ্যসভায় কংগ্রেসকে খোঁচা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।এদিনের বক্তৃতার শুরু থেকে কংগ্রেসকে নিশানা করে নেন প্রধানমন্ত্রী। পরিবার তন্ত্র, ঔপনিবেশিকতার মনোভাব নিয়ে সাবেক জাতীয় দলের সমালোচনা করেন। সেই সঙ্গে বলেন, কংগ্রেসের যে পরিণতি হয়েছে তা আমার কথার জন্য হয়েছে এমন নয়। কংগ্রেস যে বীজ বপন করেছিল, এখন তারই ফল ভোগ করছে।

লোকসভা ভোটের আগে সংসদে এটাই সম্ভবত প্রধানমন্ত্রী মোদীর শেষ ভাষণ। তাই এদিনের কথা ও সুর পুরোটাই ছিল রাজনৈতিক। বলা যেতে একপ্রকার ভোটের প্রচারই এদিন সেরে ফেলেছেন নরেন্দ্র মোদী।

এদিন বাজেট বিতর্কে অংশ নিয়ে রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেসের উদ্দেশে বলেন, 'আজ আমি একটা প্রার্থনা করতে চাই। প্রার্থনা করার অধিকার তো আমার রয়েছেই'। মোদী যখন একথা বলছিলেন, তখন বিজেপি সাংসদরা হাসি হাসি মুখ করে বসেছিলেন। তাঁরা যেন আন্দাজ করতে পারছিলেন, কোনও গুগলি আসছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়্গের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ থেকে চ্যালেঞ্জ এসেছে আপনাদের কাছে, আপনারা চল্লিশও পার করতে পারবেন না। আমি প্রার্থনা করছি আপনারা অন্তত যেন চল্লিশটা (পড়ুন আসন) বাঁচাতে পারেন'।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথার প্রসঙ্গ টেনে বিজেপি সেদিন থেকেই কংগ্রেসকে খোঁচা

এরপর ৩ পাতায়

এক দেশ, এক আইন!

ইতিহাস গড়ে উত্তরাখণ্ডে পাশ অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দেশের প্রথম রাজ্য হিসাবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল পাশ হল উত্তরাখণ্ড বিধানসভায়। বুধবার বিকেলে সেরাজ্যের বিধানসভায় পাশ হয়ে গেল আলোচিত বিলটি। এবার রাজ্যপালের সই পেলেই আইন হয়ে যাবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। এক দেশ এক আইনের পথে আরও একধাপ এগোল ভারত, বলছে ওয়াকিবহাল মহল। অধিবেশনে ধামি বলেন, "স্বাধীনতার পরে রাজ্যগুলো নিজেদের সুবিধা মতো সময়ে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করতে পারে, এমনটাই বলা হয়েছে সংবিধানে। অনেকেই এই বিলের বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু সংবিধান মেনেই তৈরি হয়েছে বিলের খসড়া।" বুধবার বিকেলেই পাশ হয়ে যায় বিলটি। উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন বিধায়করা। তবে এই বিলের আওতায় রাখা হয়নি দলিত ও জনজাতি সম্প্রদায়ের নাগরিকদের। তার জেরেই বিরোধীদের প্রশ্ন, তাহলে এই বিলকে কী করে এক দেশ এক আইনের তকমা দেওয়া হচ্ছে?আগেই উত্তরাখণ্ডের মন্ত্রিসভার অনুমোদন পেয়েছিল অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল। তার আগে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিলের খসড়া পাঠানো

এরপর ৩ পাতায়

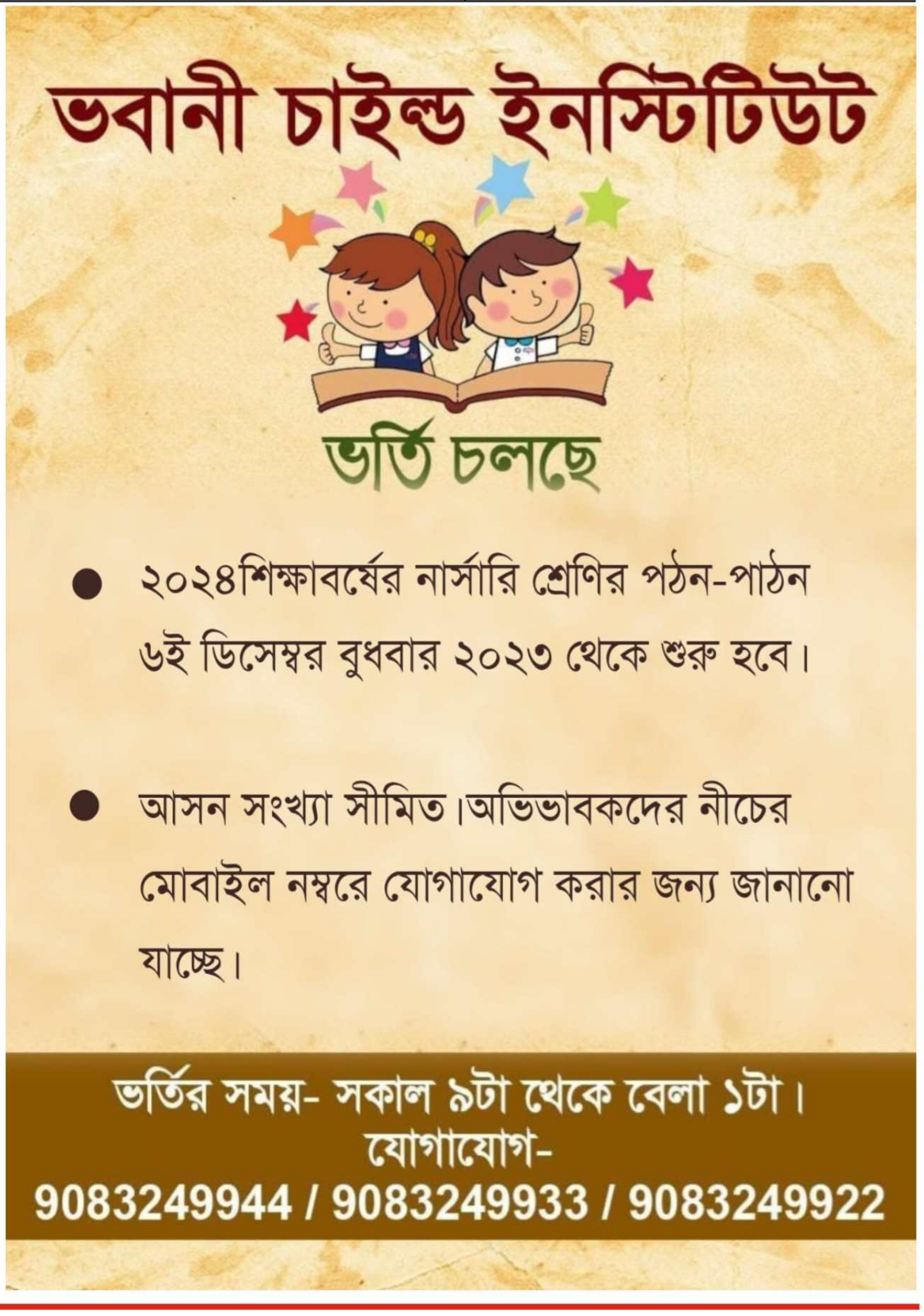

চতুর্দশী তিথিতে আয়োজন করছে পরমানন্দ গির

চতুর্দশী তিথিতে আয়োজন করছে পরমানন্দ গির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হিন্দু ধর্মে মা কালীর আরাধনা সর্বজনবিদিত। মাঘ মাসের চতুর্দশী অমাবস্যায় হয় রটন্তী কালী পুজো । এই তিথিতে নিষ্টা করে কালী মায়ের আরাধনা করলে,ভক্তের ডাকে সাড়া দেন তিনি। এবছর ৮ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার পড়েছে রটন্তী কালী পুজো। এই রটন্ত কালীপুজোর দিনে শ্রীরামপুরে সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে ছিন্নমস্ত পূজা করবেন পরমানন্দ গিরি ।সারা বছরের প্রতিটি অমাবস্যায় বিভিন্ন কালীপুজো হলেও, একমাত্র এই রটন্তী কালী পুজো হয় চতুর্দশী তিথিতে। সমস্ত মন্দির ও অনেক বাড়িতেও তাই এদিন আয়োজন করা হয় বিশেষ পুজোর। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সারা বছরে তিনটে কালী পুজো খুব বড় করে পালন করা হয়। যার মধ্যে একটি -মাঘ মাসে রটন্তী কালী পুজো। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রটন্তী কালী পুজো খুব ধুমধাম করে পালন করা হয়। মন্দিরে যেমন পুজো হয়, তেমন দক্ষিণেশ্বর গঙ্গার ঘাটে বহু পুণ্যার্থী এদিন স্নান করতে আসেন। নিজের ভিটে থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে স্বয়ং মায়ের কাছে জীবন শপে দিয়েছেন পরমানন্দ গিরি। তার দেখানো পথ ধরে আজ শ্রীরামপুর বাঁশি এই দিনে উৎসবের মেজাজে সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরে পূজা করে।তবে রটন্তী' শব্দটি এসেছে 'রটনা' শব্দ থেকে। যার অর্থ প্রচার হওয়া। মনে করা হয়, এই বিশেষ দিনেই দেবীর মহিমা চতুর্দিকে রটে যায়। মুক্তকেশী মায়ের মহিমা এই তিথিতেই সর্বস্তরে রটিত হয়ে থাকে।

আবার লোক কথা অনুসারে শোনা যায়,এদিনই দেবী ছিন্নমস্তার আবির্ভাব হয়েছিল। দেবী পার্বতী তার সহচরীদের ক্ষিদে মেটানোর জন্যে নিজ মুণ্ডুচ্ছেদ করে ত্রিধারায় রক্তবারি প্রকট করেছিলেন।

শাস্ত্র মতে, যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলায় রাধা মত্ত ছিলেন, সেই সময়ে একদিন দুপুরে গোপীনিরা তার বাঁশির আওয়াজ শুনে চমকে উঠেছিলেন। গোপিনীরা বনের দিকে ছুটে গিয়ে দেখলেন সামনে ইষ্টমূর্তি। শ্রীরাধাই যে স্বয়ং আদ্যাশক্তি তা সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন তারা। সেদিন স্মরণ করেই বিশেষ তিথিতে হয় রটন্তী কালী পুজো ।বিশ্বাস অনুযায়ী, যাদের জীবনে দাম্পত্য কলহ রয়েছে, কিংবা যারা কোনও অবাঞ্ছিত কারণে দাম্পত্য সুখ পাননি বা যাদের সদ্য প্রেমে বিচ্ছেদ হয়েছে, তারা এই সময় রটন্তী কালীর আরাধনার মাধ্যমে নিশ্চিত ভাবে সফলতা লাভ করতে পারেন।

এবছর ৯ ফেব্রুয়ারি পড়েছে মৌনী অমাবস্যা। আসলে মাঘ মাসের অমাবস্যা তিথিকে মৌনী অমাবস্যা বলা হয়। এদিন দান ও স্নানের খুবই মাহাত্ম্য হয়েছে। শোনা যায়, ঋষি মনু এই দিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর নাম থেকেই 'মৌনী' নামটা এসেছে। সে জন্যে এই অমাবস্যাকে মৌনী অমাবস্যা বলা হয়।

কথিত আছে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব একবার বলেছিলেন, "রটন্তী কালী পুজোর ভোরে দেখলাম দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গায় স্বর্গ দেবতারা নেমে এসেছেন স্নান করতে।" সেই কারণে আজও বহু মানুষ দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার তীরে রটন্তীর ভোরে পুণ্যস্নান করতে আসেন। তবে শুধু দক্ষিণেশ্বর নয়, কালীঘাট সহ আরও বিভিন্ন মন্দিরের প্রতিমা এদিন সেজে ওঠেন বিশেষ সাজে।

রেশন ডিলারদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ,

বাড়বে গ্রাহক সন্তুষ্টিও: সচিব, খাদ্য ও গণবন্টন দপ্তর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নতুন দিল্লি, ০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : ডিজিটাল ইন্ডিয়ার লক্ষ্যে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসেবে হিমাচল প্রদেশের উনা ও হামিরপুর জেলার ১১টি রেশন দোকানকে পরীক্ষামূলকভাবে ওপেন নেটওয়ার্ক ডিজিটাল কমার্স (ওএনডিসি)-র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় খাদ্য ও গণবন্টন দপ্তরের সচিব শ্রী সঞ্জীব চোপড়া এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে উনার ৫টি এবং হামিরপুরের ৬টি রেশন দোকানকে এই নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই প্রথম রেশন দোকান ওএনডিসি-র অন্তর্ভুক্ত হল। শ্রী চোপড়া বলেন, রেশন দোকানগুলির রূপান্তর ঘটানোর যে ধারাবাহিক প্রয়াস দপ্তর চালিয়ে আসছে, তারই অঙ্গ হিসেবে এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এতে রেশন ডিলাররা অতিরিক্ত উপার্জনের সুযোগ পাবেন, গ্রাহকদের সন্তুষ্টিও বাড়বে।

রেশন ডিলাররা এর ফলে ডিজিটাল মার্কেট প্লেস দেখার সুযোগ, আরও বৃহত্তর গ্রাহকভিত্তি, বৃহৎ খুচরো ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সমান তালে প্রতিযোগিতার সুযোগ, ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে অংশগ্রহণের সুযোগ সহ অসংখ্য সুবিধা পাবেন। যেসব গ্রাহক অনলাইনে কেনাকাটা করতে সমস্যার মুখোমুখি হন, তাঁরা ডিলারদের মাধ্যমে তাঁদের কেনাকাটা করতে পারবেন। শ্রী চোপড়া বলেন, হিমাচল প্রদেশে এই পরীক্ষামূলক উদ্যোগ সমস্ত রাজ্য ও দেশের মডেল হিসেবে কাজ করবে। এক্ষেত্রে মাইক্রোসেভ কনসালটিং-এর সহায়তার প্রশংসা করেন তিনি।

এই উপলক্ষ্যে উনা ও হামিরপুর জেলার রেশন ডিলারদের জন্য একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ওএনডিসি-তে কিভাবে পণ্য তালিকা বানাতে হয়, পরিষেবার বরাত গ্রহণ করতে হয়, কমিশনের কাঠামো কেমন - এমন নানা বিষয় সম্বন্ধে কর্মশালায় বিশদে জানানো হয়।

ফের তপ্ত সন্দেশখালি,

গ্রামবাসীদের উপর হামলার অভিযোগ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালিতে নতুন করে উত্তেজনা। সন্দেশখালি ফেরিঘাটে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি। স্থানীয় সূত্রে খবর, তৃণমূলের জমায়েত সন্দেশখালি ঘাট থেকে ধামাখালি ঘাটে যাওয়ার সময় উত্তেজনা ছড়ায়। শিবু হাজরার অনুগামীরা গ্রামবাসীদের উপরে হামলা করে বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের দাবি, বোতলের আঘাতে জখম তিন।তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতোর দাবি, কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে দলের কর্মসূচি ছিল। দলীয় কর্মসূচি সেরে ফেরার পথে আমাদের ছেলে যারা বিক্ষিপ্তভাবে ছিল, তাঁদের উপরেই হামলা হয়েছে। আমাদের ছেলেরাই আক্রান্ত হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ৫ জানুয়ারি রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে সন্দেশখালি গিয়েছিল ইডি। সেখানে গ্রামবাসীদের হামলার মুখে পুড়ে। অভিযোগের তির ওঠে সন্দেশখালির বেতাজ বাদশা শেখ শাহজাহানের দিকে। সেই ঘটনার পর থেকেই শেখ শাহজাহানের ছায়াসঙ্গী হিসাবে সন্দেশখালি-২ ব্লকের সভাপতি শিবপ্রসাদ হাজরা ওরফে শিবু হাজরার নামে সামনে আসে। শেখ শাহজাহান ও শিবু হাজরার বেশ কিছু ছবিও ভাইরাল হয়।বন্ধ সন্দেশখালি, ধামাখালি, তুষখালি ফেরি চলাচল। ব্যাপক উত্তেজনা এলাকায়।

তৃণমূলের দাবি, সন্দেশখালি থেকে ধামাখালি যাওয়ার সময় উল্টোদিক থেকে আক্রমণ শুরু হয়। সে কারণেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বন্ধ সন্দেশখালি, ধামাখালি, তুষখালি ফেরি

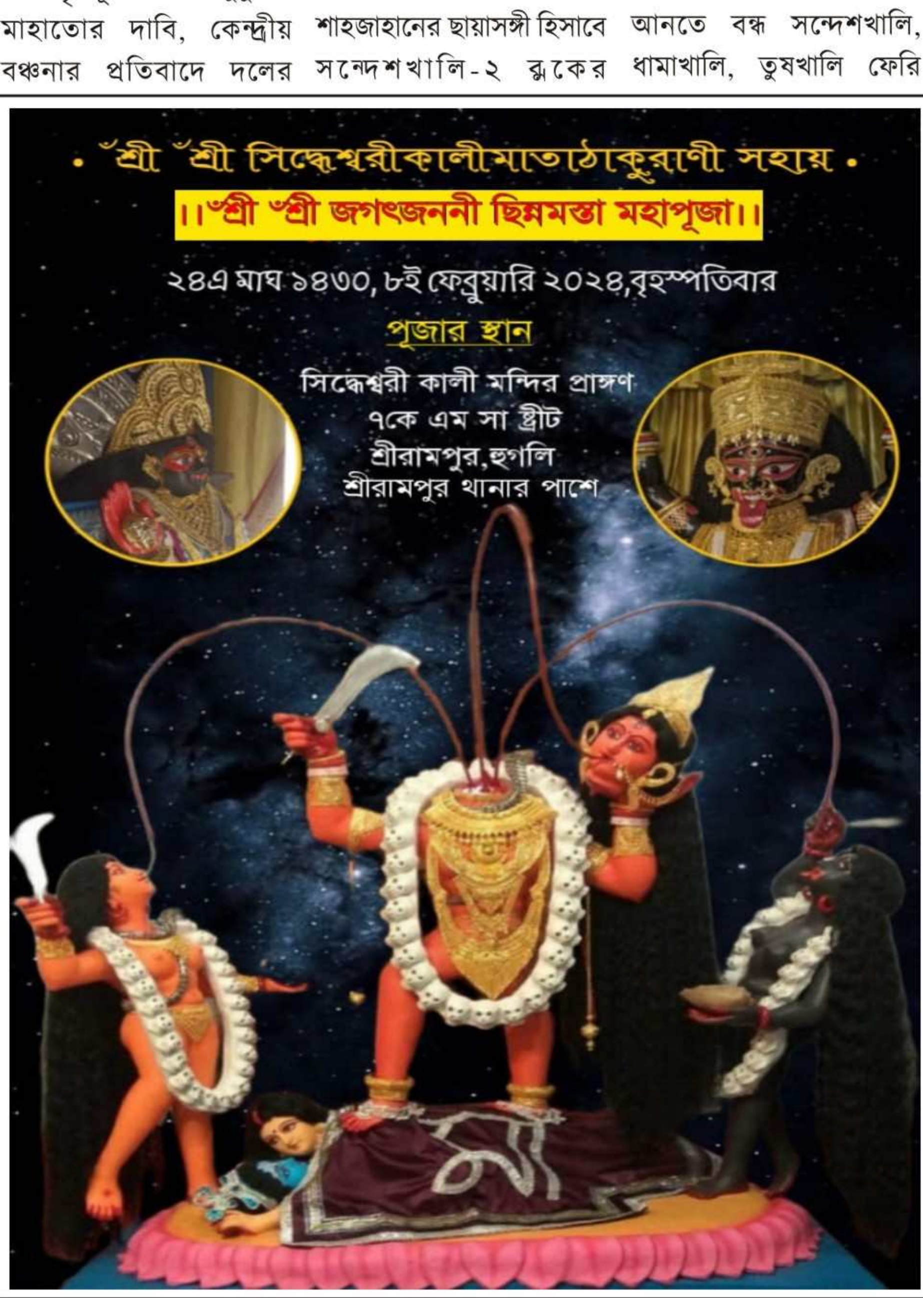

'আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা!',

সংসদ ভবন থেকে ছবি দিয়ে জল্পনা উসকে দিলেন দেব

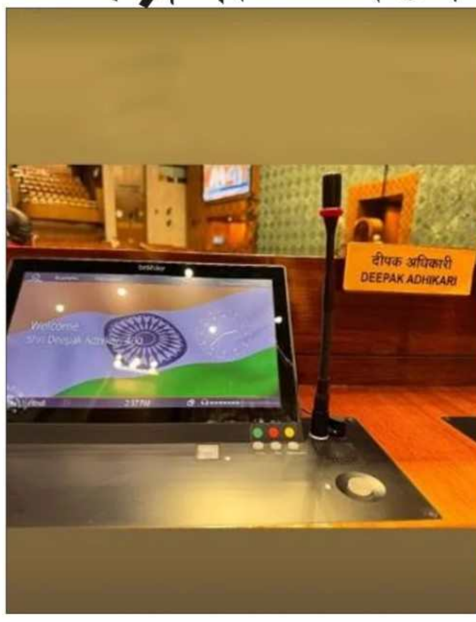

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনের আগেই নিজের সংসদীয় এলাকা ঘাটালের তিন প্রশাসনিক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন তৃণমূলের তারকা সাংসদ দেব ।শুধু তাই নয়, তাঁর কথায়বার্তায় রাজনীতির প্রতি অনীহাও প্রকাশ পেয়েছে সাম্প্রতিককালে। এবার দিল্লি থেকে আরও এক ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা দিলেন দেব।ঘাটালে পূর্ণ সময়ের সাংসদ হলে আমার চেয়ে ভালো কাজ করবে", দিন কয়েক আগেই এমন মন্তব্য করে রাজনৈতিকমহলে শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন তারকা সাংসদ দীপক অধিকারী ওরফে দেব। সেই থেকেই জল্পনার সূত্রপাত, তাহলে কি এবার তৃণমূলের টিকিটে লোকসভা নির্বাচনে লড়ছেন না টলিউড সুপারস্টার? তবে জানুয়ারি মাসে কালীঘাটের দলীয় বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর তরফে 'গুড বয়' সার্টিফিকেট পাওয়ায় পর সেই হিসেব বদলে গিয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি ঘাটালের তিন প্রশাসনিক পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর আবারও রাজনীতি থেকে বাণপ্রস্থে যাওয়ার জল্পনা জিইয়ে রাখলেন দীপক অধিকারী তথা দেব ।আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা!" নিজের ইনস্টা স্টোরিতে ঠিক একথাই লিখেছেন দেব। আর সেই পোস্ট ভাইরাল হতেই শোরগোল! তাহলে কি জল্পনাই সত্যি, রাজনীতি থেকে সরছেন তৃণমূলের তারকা সাংসদ? দেবের ইনস্টা স্টোরি জল্পনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। অভিনেতার এমন পোস্টকে বেশ ইঙ্গিতপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। বাজেট অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে দিল্লিতে পাড়ি দিয়েছেন দেব। সেখান থেকেই ছবি পোস্ট করে ওই ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা দেন তিনি।

।। স্বামী পরমানন্দ গিরি মহারাজ, ত্রিবেনী কুম্ভ স্নানের ধ্বজ উত্তোলন ও ভূমি পুজো মুহূর্ত ।।

১-ম পাতার পর

রাজ্যসভায় কংগ্রেসকে খোঁচা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

দিতে শুরু করেছিল। কারণ, কংগ্রেস ও তৃণমূল জাতীয় স্তরে বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার সদস্য। সে ক্ষেত্রে একজন শরিক অন্যজনের সম্পর্কে এমন তীব্র কটাক্ষ করলে তা শাসকের অস্ত্র হয়ে ওঠা অনিবার্যই ছিল। হয়েছেও তাই। এ ব্যাপারে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী এদিন বলেন, 'আমার কথাই তো মিলে যাচ্ছে। আমি আগেই বলেছি মোদী-দিদি ব্যকরণ একই। তাই শব্দ-বাক্য সব মিলে যাচ্ছে।' রাজ্যসভায় মল্লিকার্জুন তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রীকে খোঁচা দিতে গিয়ে মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলেন, এবার চারশ পার করবে বিজেপি। এদিন প্রধানমন্ত্রী সেই প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেন, ওনার ইচ্ছা যেন পূরণ হয়। সেই সঙ্গে আমারও একটা প্রার্থনা রয়েছে।

১-ম পাতার পর

এক দেশ, এক আইন! ইতিহাস গড়ে উত্তরাখণ্ডে পাশ অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল

হয়েছিল পাঁচ সদস্যের কমিটির কাছে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি রঞ্জনা প্রকাশ দেশাইয়ের নেতৃত্বে এই কমিটি বেশ কিছু সুপারিশ করে এই বিলে। সমস্ত সুপারিশ গ্রহণ করেই রবিবার এই বিলটিকে সবুজ সংকেত দিয়েছে উত্তরাখণ্ডের মন্ত্রিসভা। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল পাশ করানোর জন্য বিশেষ অধিবেশন শুরু হয় উত্তরাখণ্ডে। মঙ্গলবার বিধানসভার কার্যাবলি শুরু হতেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল পেশ করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। সঙ্গে সঙ্গে বন্দে মাতরম ও জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে ভরে ওঠে গোটা অধিবেশন কক্ষ। তবে বিল পেশের পরেই সাময়িকভাবে মুলতুবি হয়ে যায় অধিবেশন। বুধবার সকাল থেকে ফের পুরোদমে শুরু হয় অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা।

১-ম পাতার পর

একশ দিনের প্রকল্পেও দুর্নীতির পাহাড়? চোর ধরতে মাঠে নামল ইডি

জেলায় পাঠানো হয়েছে ঐ এসওপি। যাতে বেশ স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, গোটা বিষয়টায় যেন স্বচ্ছতা বজায় রাখা হয়। এবং কোথাও কোনোরকম দুর্নীতি হচ্ছে কী না সেটিও যেন খতিয়ে দেখা হয়। ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারদের কাছে গোটা বিষয়টি তদারকি করার নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন। সূত্রের খবর, এই এসওপি তে বলা হয়েছে, ঠিক কাদের টাকা পাওনা রয়েছে তা আগে খতিয়ে দেখতে হবে। তৈরি করতে হবে তালিকা। পাশাপাশি উপভোক্তাদের জব কার্ড এবং বৈধ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে কী না তাও খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবং উপভোক্তাদের কারও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডিঅ্যাকটিভ রয়েছে কী না বা কোনও শ্রমিক মারা গেছে কী না তাতেও নজর দিতে বলেছে নবান্ন।

গান্ধী পরিবারের বাইরের কাউকে নেতা ভাবা দরকার, বললেন প্রণব কন্যা

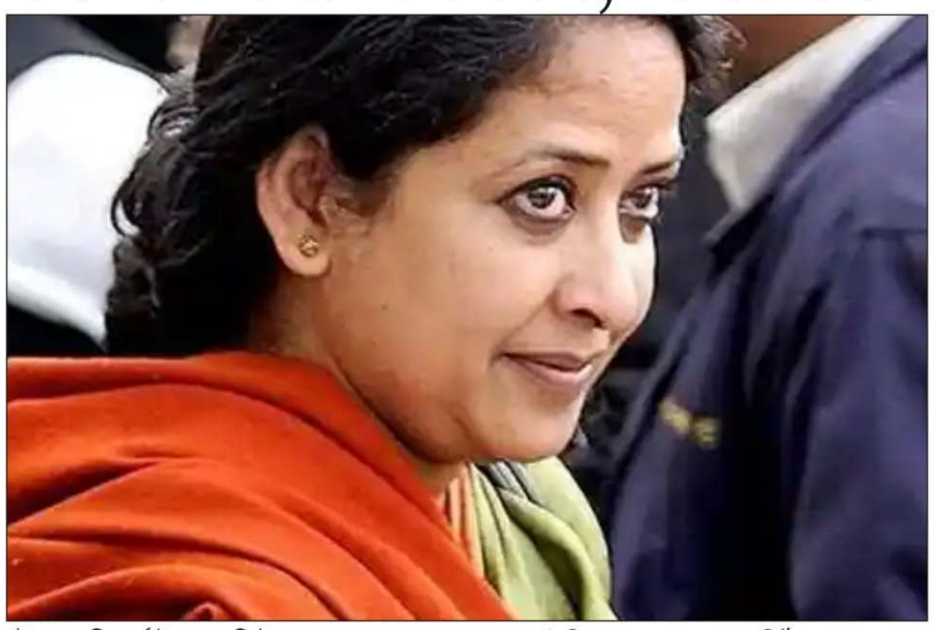

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রয়াত প্রণব মুখোপাধয়ায়। তাঁরই কন্যা শর্মিষ্ঠা মুখোপাধয়ায়। তিনি চান, এবার নেহেরু-গান্ধীর বাইরে নতুন কিছু ভাবুক কংগ্রেস। কারণ বার বার ভোটে ব্যর্থ হয়েছেন রাহুল গান্ধী। বইয়ের নাম । সেখানে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির জীবনের নানা অজানা দিকে আলো ফেলেছেন।টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুসারে জানা গিয়েছে, শর্মিষ্ঠা জানিয়েছেন, কীভাবে এই উপস্থিতিকে আরও শক্তিশালী করতে হবে? এটা দলের নেতাদের ভাবতে হবে।

প্রণব মুখোপাধয়ায়। ইন্দিরা গান্ধীর জমানায় তিনি ছিলেন কংগ্রেসের বিরাট স্তম্ভ। দলের বহু ঘাত, প্রতিঘাতের সঙ্গী ছিলেন তিনি। একসময় তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতির পদেও বসেছিলেন। সেই প্রণব মুখোপাধয়ায়ের কন্যা এবার মুখ খুললেন রাহুল গান্ধীকে নিয়ে। তাঁর নেতৃত্বকে নিয়ে চ্যালেঞ্চ করলেন তিনি। তাঁর মতে, যদি কোনও নেতার নেতৃত্বে দল বার বার পরাজিত হয়, তবে তারপর দলের এনিয়ে ভাবা দরকার। কংগ্রেসের ভাবা দরকার কে দলের মুখ হবেন।

সেই বইতেই তিনি কংগ্রেসের প্রসঙ্গও তোলেন।

প্রণব কন্যা শর্মিষ্ঠা মুখোপাধয়ায় জানিয়েছিলেন, কংগ্রেসের সমর্থক ও একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে আমি দল সম্পর্কে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। এবার নেতৃত্বের জন্য নেহেরু-গান্ধীর বাইরে কিছু ভাবার সময় এসেছে। ২০১৪-২০১৯সালের মধেয় দল রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে বাজে ভাবে পরাজিত হয়েছিল। তিনিই ছিলেন সেই সময় কংগ্রেসের মুখ।

টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুসারে জানা গিয়েছে, শর্মিষ্ঠা জানিয়েছেন, যদি কোনও নেতার নেতৃত্বে দল বার বার পরাজিত হয়, তবে তারপর দলের এনিয়ে ভাবা দরকার। কংগ্রেসের ভাবা দরকার কে দলের মুখ হবেন।

সেই সঙ্গেই কংগ্রেসের অন্দরে বাক স্বাধীনতা নিয়ে মুখ খুলেছেন শর্মিষ্ঠা। তিনি জানিয়েছেন, কংগ্রেস তার আদর্শকে আদৌ সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে কি না এটা ভাবা দরকার। ধর্মনিরপেক্ষ, সহনশীলতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সেটা কি কংগ্রেসের রোজকার অভ্যাসের মধেয় পড়ে?তাঁর মতে, বাক স্বাধীনতা মানে এটা নয় যে আপনাকে কেবলমাত্র নেতার প্রশংসা করে যেতে হবে। আর আপনি যদি সমালোচনা করে ফেলেন তাহলে সকলে মিলে আপনাকে চেপে ধরবে।

তবে বিজেপিতে যোগদানের জল্পনা কার্যত উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। তিনি বলেন, আমি পুরোপুরি কংগ্রেস কর্মী ।দেশের রাজনীতিতে এখনও কংগ্রেসের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে ।তিনি জানিয়েছেন, কংগ্রেস এখনও প্রধান বিরোধী দল। তাঁর স্থান কেউ পূরণ করতে পারবেনা।

টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুসারে জানা গিয়েছে, শর্মিষ্ঠা জানিয়েছেন, কীভাবে এই উপস্থিতিকে আরও শক্তিশালী করতে হবে? এটা দলের নেতাদের ভাবতে হবে।

সিল্কিয়ারা সুরঙ্গ ভেঙে পড়েছে

নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধারকাজ নিরাপদে সম্পূর্ণ হয়েছে। হতাহতের কোনো খবর নেই। সিল্কিয়ারা সুরঙ্গ ভেঙে পড়ার ঘটনায় একটি তদন্ত/বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিআরও রেলমন্ত্রক এমওআরটিএইচ এবং প্রিমিয়ার অ্যাকাডেমি ইন্সটিটিউশনের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সিল্কিয়ারা সুরঙ্গ ভেঙে পড়ার ঘটনার তদন্তে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিটি ঘটনাস্থল ঘুরে দেখে এবং একটি প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দিয়েছে। প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার সঙ্গে প্রকল্পের কাজ ফের শুরু করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী শ্রী নীতিন গড়করি এই তথ্য জানান।

প্রাথমিক মামলায় নয়া মোড়, অভিষেকের সংস্থার আরও সম্পত্তির হদিশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রাথমিক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় মিলল বড় আপডেট। আরও সম্পত্তির হদিস মিলেছে বলে জানিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট । সূত্রের খবর, এইদিন আদালতে ইডির দাবি শুনে বিচারপতি অমৃতা সিং বেশ রুষ্টই হয়েছেন।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পূর্বে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্থা লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডসের সম্পত্তির বিবরণ দিয়েছিল ইডি। সেই রিপোর্ট দেখে বিশেষ কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল বিচারপতি অমৃতা সিনহা। বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, ২০১৪ সালের পর থেকে অভিষেক ব্যানার্জির সম্পত্তি কীভাবে বেড়েছে? তার এই সম্পত্তি বৃদ্ধির উতস কী? পাশাপাশি লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের ছ'জন ডিরেক্টরের সম্পত্তির খতিয়ানও দেখতে চেয়েছেন তিনি।তদন্তের গতিবিধির উপর প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতি। সেই সাথে মামলার শুনানিতে সমস্ত রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রাথমিক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার শুনানির সময় ইডির আইনজীবী ধীরাজ ত্রিবেদী বলেন, নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় আরও বেশকিছু অবৈধ সম্পত্তির হদিশ মিলেছে। তদন্তকারী কর্মকর্তারা সেইসব সম্পত্তির জড় খোঁজার চেষ্টা করছে। এইকথা শুনেই বিচরপতি অমৃতা সিনহার ভতর্সনার সুরে বলেন, 'সম্পত্তি চিহ্নিত করা হয়ে থাকলে এত সময় লাগছে কেন?'ইডির আইনজীবী জবাব দেন, ইতিমধ্যেই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরুর করেছে তদন্তকারী কর্মকর্তারা। সেই সাথে অপরাধীদেরও চিহ্নিত করা হচ্ছে বলে খবর। ইতিমধ্যেই এক অভিযুক্তের কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। সেই রিপোর্ট চলে এলে তদন্তে গতি পাবে। পাল্টা জবাবে বিচারপতি সিনহা বলেন, 'এ ভাবে সময় চলে গেলে প্রত্যেকে তদন্তের বাইরে চলে যাবে। তখন আর কিছু পাবেন না। এত দিনের সব পদক্ষেপ কাজে আসবে না। আর কত দিন লাগবে?'

এই প্রশ্নেরও জবাব তৈরি ছিল ইডির আইনজীবির কাছে। তিনি বলেন, 'প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা মামলায় জড়িয়ে পড়ছি। যে কোনও নির্দেশকেই চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে।' পাল্টা প্রশ্নে বিচারপতি অমৃতা সিং বেশ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, এই কাজ মোটেও সহজ নয়। দুর্নীতির জট যত বেশি ঘন হবে ততই সমস্যা বাড়বে। জবাবে আইনজীবী ত্রিবেদী বলেন, সবকিছু জেনেই লড়াইতে নেমেছে তদন্তকারী কর্মকর্তারা। সবরকম চেষ্টাই করা হচ্ছে। এবং আগামী শুনানির মধ্যে সমস্ত রিপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন-এর সর্বশেষ তথ্য

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জাতীয় স্তরে ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন-এর সূচনা করেছে। দেশের প্রত্যেক নাগরিকের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য একটি বৈদ্যুতিন ভাণ্ডারে রেখে প্রয়োজনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজে লাগানোই এর উদ্দেশ্য। উৎসাহী নাগরিকরা এই পরিষেবায় যুক্ত হতে চাইলে তাঁদের আয়ুষ্মান ভারত হেলথ অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে। অ্যাকাউন্ট তৈরি হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির একটি ১৪ ডিজিটের নম্বর থাকবে যা এই অনন্য স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিচায়ক। এই নম্বরটি তৈরির ক্ষেত্রে অবশ্য কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ৫২,৫০,১৫,১১০ জন আয়ুষ্মান ভারত হেলথ অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে ২,৯৭,৮৭,০৪৩ জন, ত্রিপুরায় ৫,৬৬,৬৪০ জন, আসামে ১,৭৪,০২,৩৯৭ জন এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৪,৩৭,৭৭৭ জনের এই অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়েছে। রাজ্যসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক এস পি সিং বাঘেল।

শক্তিক্ষেত্রের শীর্ষস্থানীয় সিইওদের সঙ্গে আলাপচারিতায় প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ গোয়ায় ভারতে শক্তি সপ্তাহ অনুষ্ঠানে শক্তিক্ষেত্রের শীর্ষস্থানীয় সিইওদের সঙ্গে আলাপচারিতায় অংশ নেন। এক্স বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, "@IndiaEnergyWeek-এ শক্তিক্ষেত্রের শীর্ষস্থানীয় সিইওদের সঙ্গে আলাপচারিতায় অংশ নিয়েছি। এই ক্ষেত্রে ভারত যে বিস্তৃত সুযোগ করে দিচ্ছে সে সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। এছাড়াও সংস্কারের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার কথাও পুনর্ব্যক্ত করেছি। এই সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে উন্নয়নে সাহায্য করবে।"

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৩ বর্ষ ০৩৮ সংখ্যা ০৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ বৃহস্পতিবার, ২৪ মাঘ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

মন্ত্রীই জড়িত.', সন্দেশখালি মামলায় ইডি-র কথা

সন্দেশখালি মামলায় সিট বিশেষ তদন্তকারী টিম গঠনের উপর স্থগিতাদেশ। সিঙ্গল বেঞ্চের সিট গঠনের নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ দিল প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ। সিটি তদন্তের উপরেও স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য পুলিশ যে যে মামলা রুজু করছে, সেগুলির উপরেও আপাতত অন্তবর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।প্রসঙ্গত, রেশন দুর্নীতি তদন্তে সন্দেশখালির সরবেড়িয়া গ্রামের তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বাড়িতে হানা দিয়েছিলেন ইডি আধিকারিকরা। কিন্তু প্রথম দিনের অভিযানে বেনজির ঘটনা ঘটে। শাহাজাহানের বাড়ির দরজার তালা ভাঙার সময়ে হাজার হাজার গ্রামবাসী ইডি আধিকারিকদের ঘিরে ধরেন। বাঁশ, লাঠি, লোহার রড নিয়ে মারধর করেন। ২ ইডি আধিকারিকের মাথা ফেটে যায়। কোনওক্রমে পালিয়ে বাঁচেন সিআরপিএফ জওয়ানরা। তারপর ইডি-র তরফে এফআইআর করা হয়। মঙ্গলবারই এই মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি জানায় ইডি।এদিনের শুনানির সময়ে ইডি-র আইনজীবী এস ভি রাজু সওয়াল করেন, "খুব সিরিয়াস একটি বিষয়। রাজ্য এক্ষেত্রে তদন্ত করলে পক্ষপাতদুষ্ট হবে।" তিনি আদালতে জানান, সিঙ্গল বেঞ্চ জানিয়েছিল রাজ্য তদন্তে অসন্তুষ্ট। তাও রাজ্য পুলিশকে রাখা হয়। একজন মন্ত্রী জড়িত, সেখানে রাজ্য পুলিশ কীভাবে তদন্ত করতে পারে? তাঁর কথায়, "জয়েন্ট টিম এর পারপাস ক্লিয়ার করতে পারবে না।" সিবিআই তদন্তের দাবি জানান তিনি।

সিট যে তদন্ত করছিল, তাতে প্রথম থেকেই সন্তুষ্ট ছিল না ইডি। তাদের বক্তব্য ছিল, রাজ্য পুলিশ যে মামলার তদন্ত করছে, সেই তদন্ত কীভাবে পক্ষপাতহীন হবে? কারণ যাঁর বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ, তিনিই রাজ্য সরকারের একজন মন্ত্রী। তাহলে কীভাবে রাজ্য সরকারের পুলিশ তদন্ত করবে?ইডি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এর আগেও এই মামলা যখন সিঙ্গল বেঞ্চে বিচারাধীন ছিল, তখন বারবার এ প্রশ্ন উঠে এসেছে, মূল অভিযুক্ত প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তবুও তাঁকে কেন গ্রেফতার করতে পারছে না পুলিশ। এখনও পর্যন্ত শেখ শাহজাহান অধরা।

এদিনের শুনানিতে ইডি-র বক্তব্যের পর প্রধান বিচারপতি আর কারোর বক্তব্য শুনতে চাননি। তিনি সরাসরি সিট এর তদন্তের ওপর অন্তবর্তী স্থগিতাদেশের নির্দেশ দেন। একইভাবে রাজ্য সরকারের পুলিশ যে কটি তদন্ত করছিল, সব কটির ওপরই স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়।

ইজরায়েলি গোলায় ছারখার গাজা, যুদ্ধ থামানোর প্রস্তাব 'কোণঠাসা' হামাসের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শেষের পথে ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধ! সূত্রের খবর. দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর বুধবার 'যুদ্ধ থামানো'র প্রস্তাব দিল 'কোণঠাসা' হামাস। গত ২৪ ঘণ্টায় গাজার যুদ্ধ পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে। ইজরায়েলি হানায় সেখানে প্রাণ গিয়েছে অন্তত ১০৭ প্যালেস্তিনীয়র। হামাস জঙ্গিগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দাবি অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে সাড়ে ৫০০।ইজরায়েল বার বার অভিযোগ করেছে, গাজায় ত্রাণ আসার অর্থ সন্ত্রাসে সহযোগিতা করা। বিষয়টি সামনে আসার পরই ইউরোপের বহু দেশ গাজা স্ট্রিপে ত্রাণ পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে ছোট্ট ভূখণ্ডের বাসিন্দাদের অবস্থা শোচনীয়। বাড়ছে ক্ষোভ। ইজরায়েলের লাগাতার হানায় গুঁড়িয়ে গিয়েছে হামাসের সুড়ঙ্গের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা। ধ্বংসস্তূপ হয়েছে উত্তর গাজা। দক্ষিণ গাজার পরিস্থিতিও তথৈবচ। এলাকাটির একটি সীমান্ত রয়েছে মিশরের সঙ্গে। অপরটি ইজরায়েলের সঙ্গে। লাগাতর ইজরায়েলি গোলাবর্ষণের মুখে হামাসের দুটো রাস্তাই খোলা ছিল, এক যুদ্ধবিরতি, দুই মিশর সীমান্ত ধরে পালিয়ে যাওয়া। এমন পরিস্থিতিতে প্রথম বিকল্পই বেছে নিল জঙ্গিগোষ্ঠীটি।

মনে করা হচ্ছে, ইজরায়েলের এই লাগাতার গোলা বর্ষণে 'কোণঠাসা' হামাস এবার অস্ত্র সংবরণের পথে হাঁটছে।

ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে কোনও কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই। ফলে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থামাতে মধ্যস্থতা করছে মিশর, কাতারের মতো মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক দেশ। ইতিমধ্যে চার মাসের যুদ্ধে স্রেফ গাজায় প্রাণ গিয়েছে, ২৭ হাজার ৫৮৫ জনের। জখম অন্তত প্রায় ৬৭ হাজার। অন্তত এমনটাই দাবি করছে গাজার হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্যমন্ত্রক। সূত্রের খবর, যুদ্ধ থামাতে দিন কয়েক আগে মিশর ও কাতারের তরফে হামাসের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। প্রস্তাবটিকে সমর্থন করেছিল আমেরিকা ও ইজরায়েলও। এর মধ্যেই এবার যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাঠাল হামাস জঙ্গিঘোষ্ঠী। সেই প্রস্তাবপত্রে তিনদফা 'সমাধান সূত্র' রেখেছে তারা। কী কী শর্ত?সংবাদ সংস্থা রয়টার্স সূত্রে খবর, তিনদফা যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি সংঘর্ষ বিরতির মেয়াদ হবে ৪৫ দিন। প্রথম দফার বিরতিতে হামাসের হাতে অপহৃত ১৯ বছরের নিচের পুরুষ-মহিলা, বয়স্ক এবং অসুস্থ ইজরায়েলি নাগরিককে ছাড়া হবে। পরিবর্তে ইজরায়েলের জেলে থাকা দেড় হাজার প্যালেস্তিনীয় মহিলা ও শিশুকে ছাড়তে হবে। দ্বিতীয় দফায় ছাড়া হবে বাকি পুরুষ অপহৃতদের। তৃতীয় দফায় দুপক্ষের মধ্যে দেহ ও দেহাবশেষ আদানপ্রদান। শুধু তাই নয়, যুদ্ধবিরতির মধ্যেই ধ্বংশাবশেষে পরিণত হওয়া গাজা স্ট্রিপের পুনর্গঠন শুরু হবে। ধীরে ধীরে ওই ভূখণ্ড ছেড়ে বেরিয়ে আসবে ইজরায়েলি সেনা। তৃতীয় দফা সংঘর্ষ বিরতির মধ্যে দুপক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শেষ করার চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। এর মাঝেই গাজায় প্রয়োজনীয় ওষুধ, খাবার, পানীয় আরও বেশি করে পৌঁছে দেওয়া হবে। কিন্তু হঠাত কেন এই যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত নিল হামাস?

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কথিত আছে, এক সাধু শিব ঠাকুরকে একদিন প্রশ্ন করেছিলেন, কে ছিল তার বাবা? এই প্রশ্নের উত্তরে শিব জানিয়েছিলেন, ব্রহ্মা ছিলেন তার বাবা। এরপরই ফের আবার সেই সাধুটি শিব ঠাকুরের কাছে জানতে চায়, তার দাদুর নাম কি ছিল? শিব জানায়, তার দাদু ছিলেন বিষ্ণু। কিন্তু এই উত্তর জেনেও দমে থাকেন নি সাধু। তিনি জানতে চান, শিবের প্রপিতামহ কে ছিলেন? ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সংবাদ লেখা ও সাংবাদিকদের স্বাধীনতা আজকের দিনের কতটা জরুরি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(প্রথম পর্ব)

আজকের দিনের সাংবাদিকতা মানে মোবাইল হাতে নিয়ে একটি ছবি তুলে দু চার কথা লেখা শুরু হয়ে গেল সাংবাদিকতার জীবন। ইউটিউব এর একটি ফ্রি চ্যানেল তৈরি করে ভিডিও গুলো এডিটিং করে দু চার কথা জুড়ে দিয়ে নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকামের পাহাড় জমেছে আজকের দিনের সাংবাদিকরা।সৎ নিষ্ঠা ও নির্ভীক সাংবাদিকদের উপরে অনাচার-অবিচার করছে, এইসব সাংবাদিকতার দৌলত।সাংবাদিকতা হলো মূলত একটি সমাজ সংস্কারমূলক বা সমাজ সেবামূলক পেশা। এটি একটি মহৎ পেশাও বটে। সংবাদকর্মীদের জাতির বিবেক বলে আখ্যায়িত করা হয়। যার কারণে সমাজে এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক কিংবা গঠনমূলক বা বিরূপ প্রভাব সুদূরপ্রসারী। আজকের দিনে এমনই সুদক্ষ হাতে গোনা সাংবাদিক কয়েকজন কাজ করছে দৈনিক পত্রিকা তে।সততার সাথে দীর্ঘ ১৬ বছর সাংবাদিকতার পরিনাম আমার জীবনে অনেক ভয়ঙ্কর দিন দেখতে হয়েছিল, জেল-জরিমানা, অত্যাচার, অবিচার ,অনাচার সবই আমি সহ্য করেছি আজকের দিনেও। জোরপূর্বক ভাবে আমাদের জমি জায়গা কেড়ে নিতে চাইছে আর হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে প্রশাসনের একাংশ।সৎ নির্ভীক সাংবাদিকথা করি বলে, অসৎ সাংবাদিকেরা শাসকদলের একটার পর একটা অবিচার করে চলেছে নিষ্ঠা ও সাংবাদিকদের উপরে।যাক এসব কথা আছে আমার লেখার বিষয় বস্তু নয়, আজকের লেখার বিষয় বস্তু সাংবাদিকতার স্বাধীনতা ও সংবাদ লেখার নিয়ম। স্বাধীনতার আগে ভারতে সংবাদপত্রের ধারণাটা মোটামুটি একই রকম ছিল প্রকাশক ও সাংবাদিকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে। স্বাধীনতার আগে সকলের স্বার্থ বা লক্ষ্যও ছিল অভিন্ন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে অভিমুখও বদলাতে থাকে। চলে আসে বিজ্ঞাপনের স্বার্থ। তারপরে অঞ্চলভিত্তিক রাজনৈতিক দলের মুখপাত্রের মতো না হলেও পরোক্ষে নির্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করতে থাকে সংবাদপত্রগুলি। আদবি কি আমরা আজকের দিনেও এসব কথা মেনে চলি।এসব কথা লিখতে বসলে রামায়ণ ও মহাভারত হয়ে যাবে, তবে

কথায় বলে, 'একটি বহুতল ভবন তৈরি করতে হলে ভিত মজবুত থাকতে হয়', তেমনি একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে টেকসই বা মজবুত হতে হলে আগে গণতন্ত্রের মূল মন্ত্র বা ভিত মজবুত করতে হবে অর্থাৎ গণতন্ত্রের মূল মন্ত্র বা গণতন্ত্র বলতে যা বোঝায় সেটি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। তাহলেই একটি রাষ্ট্র সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হতে বাধ্য। আর সেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যে কয়টি খুঁটির ওপরে দাঁড়িয়ে থাকে তার মধ্যে অন্যতম খুঁটি হচ্ছে গণমাধ্যম।প্রশ্ন আসে গণমাধ্যম কী? সংবাদপত্র, টেলিভিশন বা ইলেকট্রনিকস, রেডিও অনলাইনে যা প্রকাশ বা প্রচার পায় তাই গণমাধ্যম। এক কথায় গণমানুষের কথা যে মাধ্যমে প্রকাশ পায় সেটি হচ্ছে 'গণমাধ্যম'। সংবাদপত্র, টেলিভিশন বা ইলেকট্রনিকস, রেডিও অনলাইনের সঙ্গে পরিচিত হলেও গণমাধ্যমের সঙ্গে অনেকেই পরিচিত নন। আলাদা আলাদাভাবে শব্দগুলো ব্যবহার না করে এক কথায় আমরা 'গণমাধ্যম' ব্যবহার করে থাকি বা হয়। আর সেই গণমাধ্যম, সাংবাদিক বা গণমাধ্যম কর্মীদের (সাংবাদিকরা) বলা হয়ে থাকে 'চতুর্থ রাষ্ট্র; জাতির বিবেক, জাতির আয়না, দর্পণ ইত্যাদি।' আর এই সাংবাদিকরাই সংবাদপত্র বা কোনো গণমাধ্যমের কর্মী হিসেবে কাজ করেন। একজন সংবাদকর্মী থেকে একজন সাংবাদিক; সংবাদপত্র (গণমাধ্যম) হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্রের দর্পণ। সংবাদপত্র থেকে জাতি তথা রাষ্ট্র উপকৃতই হয়। সংবাদপত্র যেমন রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, তার অবাদ বিচরণ ও স্বাধীনতাও যেমন থাকা দরকার দায়িত্বশীলতাও রয়েছে। সংবাদপত্র নৈতিকতার চর্চা করে। বিবেকের শাসন করে। সমাজ তথা রাষ্ট্রকে পরিবর্তন করতে পারে। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের কোথায় কীভাবে নৈতিকতার স্খলন হচ্ছে সেটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সংবাদপত্র। এর পাশাপাশি গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়েও বহুকাল থেকে আলোচনা-সমালোচনা চলছে। আর যাই হোক এই দুটো শব্দ এক সাথে বললে মনে হয় একই কথা দু'বার বলা হচ্ছে। সেটা মনে হবারই কথা। সাংবাদিকতার মানেই হচ্ছে মানুষকে নতুন কিছু বলা, এমন কিছু বলা যেটা তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে, তাদের ধরে রাখবে। সকল সাংবাদিক -

এমনকি যাদের নিয়ে আমরা গর্ব করি ু দুশ্চিন্তায় থাকে তাদের কাজ কতটুকু মৌলিক বা অরিজিনাল হচ্ছে, তা নিয়ে। কোথা থেকে পরবর্তী অরিজিনাল স্টোরি আসবে, তা নিয়ে। মৌলিক সাংবাদিকতার জন্য বিশেষ নৈপুণ্য দরকার। সেই নৈপুণ্য আপনি শিখতে পারেন, কিন্তু এই পেশায় অনেকে মনে করছেন এই বিশেষ নৈপুণ্য কাজে লাগানোর সুযোগ ক্রমশ: কমছে।মাত্র কয়েক বছর আগের তুলনায় সাংবাদিকদের এখন অনেক বেশি স্টোরি তৈরি করতে হয়। বেশি কাজ উৎপাদনের চাপে আপনি ভাবতে পারেন আপনার আসল কাজ হচ্ছে সব কিছু প্রক্রিয়াজাত করা ু নতুন কোন গল্পের কথা ভাবা বা অনুসন্ধান করা নয়। তাছাড়া, আজকাল ইন্টারনেটে যেভাবে তথ্য এবং অপ-তথ্যের বন্যা বয়ে যাচ্ছে, সেখান থেকে সঠিক তথ্য খুঁজে পেতে গিয়ে ডুবে যাবার সম্ভাবনা থাকে।তাই আজকের দিনে এই প্রসঙ্গ নিয়ে লিখতে বসে মনে পড়ে যাচ্ছে।এডমন্ড বার্কের সেই বিখ্যাত উক্তি, "(গণতন্ত্রের) তিনটি স্তম্ভ তো আছেই, কিন্তু সাংবাদিকদের আসনের দিকে তাকিয়ে দেখুন, ওটাই চতুর্থ স্তম্ভ, বাকি তিনটির চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।"এ দেশ বা এ রাজ্য কি সে কথা বোঝে? নাকি সংবিধানে দেওয়া ভাবপ্রকাশের অধিকার সত্যিই সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা করছে রাষ্ট্রযন্ত্র? তা হলে ক'বছর আগে কলকাতা শহরের বুকে নগ্ন করে পেটানো হত না সাংবাদিককে। সবচেয়ে দুঃখের, যখন এ জন্য অভিযোগের আঙুল উঠেছে রাজ্যের শাসকদলের দিকে।এই কথাগুলো লিখতে গিয়ে আরেকটি কথা লিখতে বাধ্য হচ্ছি।আমাদের দেশে সাংবাদিকরা কতটা স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারেন? ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইন্ডেক্স ২০১৭ অনুযায়ী, ১৮০টি দেশের তালিকায় ভারতের স্থান ছিল ১৩৬ নম্বরে। ২০১৬ সালে ছিল ১৩৩ এবং তার আগের বছর ছিল আবার সেই ১৩৬ নম্বরেই। মানে সামান্যতম হেরফেরটুকু বাদ দিলে ভারতে সাহসী সাংবাদিকতার পরিসর প্রায় নেই বললেই চলে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যদি নিরাপত্তা না দেয়, তা হলে সাংবাদিকরা কী ভাবে নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশন করবেন? সাংবাদিকরা যদি নিরপক্ষ ভাবে কাজই না করতে পারেন তা হলে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ধাঁচে প্রাভদা (যার বাংলা তর্জমা করলে হয় সত্য)এবং বর্তমান চিনের জিনহুয়া সংবাদসংস্থার মতো একটি সংস্থা খুললেই হয়। চিনে যে ৪২টি দৈনিক সংবাদপত্র রয়েছে, প্রতিটিই শাসকদলের এবং সবকটি সংবাদপত্রের খবর ও ছবির মূল উৎস হল জিনহুয়া। অন্যদিকে সংবাদপত্র বা সংবাদমাধ্যম কোনও জনমত তৈরি করতে পারে কিনা তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু সাধারণ ভাবে দৈনন্দিন ঘটনাবলি থেকে সরকারি তথ্য, সবই পাওয়া যায় সংবাদপত্রের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বৈদ্যুতিন মাধ্যম। এই মাধ্যমে সর্বশেষ সংযোজন হল ওয়েব-মিডিয়া। তাই দেখা গিয়েছে, কোনও দেশে সামরিক অভ্যুত্থান হলে প্রথমেই সংবাদমাধ্যমের কার্যালয় তারা দখল করে নেয়। এখন গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত সরকারও হয়তো অন্য ভাবে গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। মনে রাখা দরকার, অনেক সংবাদপত্রেরই আয়ের বড় অংশ আসে সরকারি বিজ্ঞাপন থেকে। সামরিক অভ্যুত্থান না হলেও এ দেশে ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল। সেই সংবাদ 'চেপে দেওয়া'র জন্য সেই রাতে রাজধানী দিল্লির বহু সংবাদপত্রের অফিসে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল বলে তৎকালীন সময়ের সাংবাদিকদের কাছে শুনেছি। সেই সময় (এখনও)

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

বড় ধাক্কা কঙ্গনার, মানহানির মামলায় স্থগিতাদেশের আবেদন খারিজ

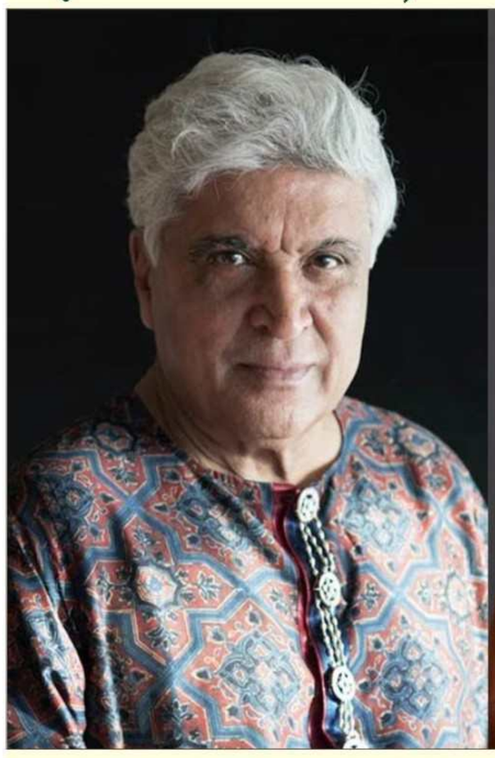

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বর্ষীয়ান কবি, গীতিকার, চিত্রনাট্যকার জাভেদ আখতার বনাম কঙ্গনা রানাওয়াত! বলিউডের এই দ্বৈরথ বহু পুরোনো। গত তিন বছর ধরে জাভেদ আখতারের দায়ের করা মামলার জেরে আদালতের বারান্দায় ঘুরছেন কঙ্গনা। নিম্ন আদালতের গণ্ডি পেরিয়ে বম্বে হাইকোর্টে জাভেদ আখতারের দায়ের করা ফৌজদারী মানহানির মামলা স্থগিতাদেশ চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন 'কুইন' খ্যাত অভিনেত্রী কঙ্গনা। তবে তার আবেদন গ্রাহ্য করল না বম্বে হাইকোর্ট। ২০২০ সালে কঙ্গনার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন জাভেদ আখতার।

আদালতের কাছে কঙ্গনার আরেক আর্জি ছিল, তিনিও জাভেদ আখতারের বিরুদ্ধে যে পালটা অভিযোগ দায়ের করেছেন, সেই মামলাটির সঙ্গে যাতে এই মামলাটিকে মিশিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সেই আবেদনও গ্রহণ করেনি আদালত। বিচারপতি প্রকাশ নায়েক অর্ডার জারি করে স্পষ্ট জানান, এই পর্যায়ে দাঁড়িয়ে কোনো ভাবেই বিচার প্রক্রিয়াকে বাধাপ্রাপ্ত করা যাবে না। আবেদনকারী, এর আগে কখনও বলেননি দুটো পৃথক মামলাকে মিলিয়ে দেওয়ার কথা। এই পর্যায়ে এমন দাবি গ্রাহ্য হবে না। জাভেদ আখতার প্রথম অভিযোগ দায়ের করেছিলেন মনে করান বিচারপতি। ২০২০ সালে এক টেলিভিশন চ্যানেলে সম্প্রচারিত এক সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউতের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন বলিউডের বর্ষীয়ান গীতিকার জাভেদ আখতার। এই মামলায় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে গোপন জবানবন্দিও দেন জাভেদ আখতার।

অভিযোগে বলা হয়েছে, সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু মামালায় কোনো কারণ ছাড়াই জাভেদ আখতারের নাম জড়িয়েছেন কঙ্গনা। জাভেদ আখতার বলেন সোশ্যাল মিডিয়াতেও কয়েক লাখ মানুষ ওই ভিডিও দেখেছেন এবং অনান্য সংবাদ মাধ্যমও ওই ভিডিও'র বক্তব্য নিয়ে সংবাদ করেছে। যা তার জন্য অপমানজনক এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে তা মানহানিকর। কঙ্গনার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৯ নম্বর (মানহানি) ও ৫০০ নম্বর (মানহানির শাস্তি) ধারায় মামলা দায়ের করেন জাভেদ আখতার।

রিপাবলিক টিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কঙ্গনা দাবি করেন, হৃতিক-কঙ্গনা বিবাদের সময় দীর্ঘদিনের পারিবারিক বন্ধু রোশনদের পাশে দাঁড়িয়ে কঙ্গনাকে 'শাসিয়েছিলেন' জাভেদ আখতার। তিনি পরিষ্কার ভাষায় কঙ্গনাকে বলেছিলেন হৃতিকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে, না হলে কঙ্গনার কাছে আত্মহত্যা করা ছাড়া অন্য কোনো রাস্তা খোলা থাকবে না।

পরে জাভেদের বিরুদ্ধে পালটা মামলা করেছেন কঙ্গনা। অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, চাঁদাবাজি এবং তার ব্যক্তিগত পরিসরে ঢুকে হেনস্থার অভিযোগ আনেন অভিনেত্রী। ২০২৩ সালের ২৪ জুলাই আন্ধেরির একটি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট চাঁদাবাজির অভিযোগ বাদ দেয়। কিন্তু বাকি ধারাগুলির উপর ভিত্তি করে বর্ষীয়ান শিল্পীর বিরুদ্ধে সমন জারি করে। পালটা রিভিশন আপিল দাখিল করেন জাভেদ আখতার। অন্তর্বতীকালীন রায়ে আদালত জানিয়েছে জাভেদের রিভিশন আপিলের শুনানি শেষ না হলে, তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

'জামাল কুদু' গানে নেচে ফের ভাইরাল ববি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : গত বছর 'অ্যানিমেল' সিনেমার মাধ্যমে অনেক দিন পর আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছেন বলিউড অভিনেতা ববি দেওল। সিনেমাটির 'জামাল কুদু' গানে মদের গ্লাস মাথায় নিয়ে নেচে মুগ্ধতা ছড়ান এই তারকা। এবার ভাগ্নি নিকিতা চৌধুরীর বিয়েতে গ্লাস মাথায় নিয়ে নেচে ফের আলোচনায় ববি দেওল। যার ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে নেট দুনিয়ায়। এতে দেখা যায়, মঞ্চে দাঁড়ানো বর-কনেসহ অনেকে। ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজছে 'জামাল কুদু' গান। এ গানের তালে নাচছেন ববি দেওল। মাথায় গ্লাস নিয়েই ভাইরাল স্টেপে পা মেলালেন পরিবারের অন্য সদস্যরা। তবে ববিকে এই মামলায় টেক্কা দেওয়া অসম্ভব!

ববির বোন অজিতা দেওলের মেয়ে নিকিতা চৌধুরী। উদয়পুরে বসেছে তার রাজকীয় বিয়ের আসর। ভাগ্নির প্রাক-বিয়ের অনুষ্ঠানে জমিয়ে নাচেন মামা ববি দেওল।

টাইমস অব ইন্ডিয়া এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ইরানের বিখ্যাত কবি বিজন সমাদ্দারের লেখা কবিতাকে গানে রূপান্তর করা হয়। এর সংগীতায়োজন করেছিলেন ইরানের খাতারেহ গ্রুপ। ১৯৫০ সালে প্রথম সমবেতভাবে গানটি কণ্ঠে তুলেন খারাজেমি গার্লস হাই স্কুলের গায়করা। গানটি মুক্তির পর বিয়ের গান হিসেবে দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। 'অ্যানিমেল' সিনেমার জন্য ইরানের এই গান নতুন করে তৈরি করেন ভারতের হর্ষবর্ধন রামেশ্বর।

উত্তম কুমার প্রতি সিনেমায় কত পারিশ্রমিক নিতেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : মহানায়ক খ্যাত উত্তম কুমার আজও সিনেমাপ্রেমীদের কাছে স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে আছেন। নতুন প্রজন্মের অনেক নায়কের কাছেও তিনি আইডল হিসেবে গণ্য। তার ভুবন ভোলানো হাসি, সাবলীল অভিনয়, আকর্ষণীয় চেহারা আজও মনে রেখেছে দর্শকরা। তিনি বাঙালির স্বপ্নের মহানায়ক হিসেবে এখনো সবার হৃদয়ে বিরাজমান।

নারী কিংবা পুরুষ- তার অভিনয় ক্যারিশমা প্রত্যেককেই তাক লাগাতো। নিজেকে কীভাবে আকর্ষণের কেন্দ্রে রাখতে হয়, সেটা শুরু থেকেই জানতেন উত্তম কুমার। কিছুদিন আগে 'এআই'র কল্পনায় উত্তম কুমারের কিছু ছবি ভাইরাল হয়েছিল। তখনই বোঝা গিয়েছিল, এখনো উত্তম কুমারকে নিয়ে এ প্রজন্মের উন্মাদনা কতখানি!

উত্তম কুমার নিজেকে লোকচক্ষু থেকে কিছুটা আড়াল করেই রাখতেন। তিনি মনে করতেন, পর্দার নায়ক যখন তখন সামনে চলে এলে তার স্টারডম-এ নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। পর্দার নায়ককে একটু রাখঢাক বজায় রাখতে হয়। তিনি যে ভুল ছিলেন না, তা তার স্টারডম দেখলেই বোঝা যেত।

উত্তম কুমার 'দৃষ্টিদান' সিনেমায় শিশুশিল্পী হিসেবে প্রথম অভিনয় জগতে পা রাখেন। সেই সিনেমার জন্য সাড়ে ১৩ রুপি পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন। 'কামনা' সিনেমায় তিনি প্রথমবার নায়ক হওয়ার সুযোগ পান। তারপর আর উত্তমকে ফিরে তাকাতে হয়নি।

ওই সিনেমায় নায়ক হিসেবে অভিনয় করার জন্য তিনি পেয়েছিলেন দেড় হাজার রুপি। ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে উত্তম কুমারের কিছু সিনেমা ফ্লপ হয়েছিল।

তবে তার ক্যারিয়ারের মোড় ঘুরতে বেশি সময় লাগেনি। 'সাড়ে চুয়াত্তর' সিনেমায় সুচিত্রা সেনের সঙ্গে জুটি বাঁধেন মহানায়ক উত্তম কুমার। তারপর বাংলার সিনেমায় একের পর এক ইতিহাস রচনা করেন তিনি।

এক সময় উত্তম কুমারকে নায়ক হিসেবে পাওয়ার জন্য প্রযোজকরা রীতিমতো টাকার ব্যাগ নিয়ে ঘুরতেন। জানা যায়, উত্তম কুমার যেটা চাইতেন সেটাই দিতে হতো। দর কষাকষি তিনি পছন্দ করতেন না।

একটা সময় প্রতি সিনেমার জন্য ২ থেকে ৩ লাখ রুপি নিতেন তিনি। আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে সেই টাকা খুব কম বলে মনে হতে পারে। তবে সেই সময় ওই অর্থের মূল্য এখন নিশ্চয়ই কিছুটা অনুমান করা যাচ্ছে।

মৃত্যু নিয়ে গুজব ছড়ানো পুনমকে গ্রেফতারের দাবি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ক্যান্সারের পর ভুয়া মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে এবার রীতিমতো বেকায়দায় পড়েছেন ভারতের বিতর্কিত অভিনেত্রী পুনম পান্ডে। মৃত্যু নিয়ে পুনমের এমন কাণ্ডে ক্ষুব্ধ হয়েছেন বলিউড তারকারা। তাদের ভাষায়, মৃত্যু কখনো মজা নয়। পুনম কাজটি মোটেও ঠিক করেননি। পাশাপাশি নেটিজেনরাও মৃত্যু নিয়ে মিথ্যা গুজব ছড়ানোর জন্য অভিনেত্রীকে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন। বিষয়টি মুখ খুলেছেন রাম গোপাল ভার্মা, রাখি সাওয়ান্ত ও সিদ্ধান্ত কাপুররা। এছাড়া সোনাল চৌহান, অ্যালি গোনিসহ আরও অনেকেই পুনম পান্ডের এমন কাণ্ডে নিন্দা করেছেন। পাশাপাশি কেউ কেউ অভিনেত্রীকে গ্রেফতারের দাবিও তুলেছেন।

পুনমের জীবিত হওয়ার খবরে এক ভিডিওবার্তায় রাখি সাওয়ান্ত বলেছেন, 'পুনম যা করেছেন খুব ভুল করেছেন। শুধুই ভুল নয়। অন্যায়ও করেছেন। এভাবে সাধারণের অনুভূতি নিয়ে খেলার কোনও অধিকার নেই তার। তিনি সাংবাদিকদের হেনস্থা করেছেন। অনুরাগীদের আহত করেছেন। বলিউড শোকস্তব্ধ এরকম খারাপ খবরে। এগুলো করার কোনও অধিকার নেই। উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক, এই ধরনের সস্তা প্রচার পুনম না করলেও পারতেন।'

সিদ্ধান্ত কাপুর বলেন, 'নিজের মৃত্যুর ভুয়া খবর রটানো শাস্তিযোগ্য অপরাধ হওয়া উচিত। অসহ্য।' অভিনেত্রী কুশা কপিলা এই বলেন, 'এটার নেপথ্যে কেউ আছে। কেউ আইডিয়া নিয়ে এসেছিল পুনমের কাছে আর সেটা কাজে লেগে গেছে।'

অভিনেতা ও নির্মাতা বিবেক অগ্নিহোত্রী লিখেছেন, 'সোশ্যাল মিডিয়ার এটা একটা খারাপ দিক। আমার মনে হয় এসবের জন্য এবার কিছু নিয়ম তৈরি করা উচিত। এমন ভুয়া খবর রটানো ভয়ঙ্কর।' বিবেক মনে করেন, মৃত্যু নিয়ে এমন গুজব রটানো এখন কেবল শুরু। সামনে এসব আরও হবে।'

জয় পেলেও

দলের পারফরম্যান্স সন্তুষ্ট করতে পারেনি টেন হাগকে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কবি মেইনুর গোলটির পর দুই হাত উঁচিয়ে এরিক টেন হাগের উদযাপনই বলে দিচ্ছিল, কতটা খুশি তিনি। তবে তার উদযাপনে ফুটে উঠেছে মূলত ওই মুহূর্তের উচ্ছ্বাস। এমনিতে এতটা খুশি নন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কোচ। রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার ম্যাচে শেষ মুহূর্তের গোলে শেষ পর্যন্ত তিন পয়েন্ট পাওয়ার স্বস্তি তার আছে বটে। তবে দলের সামগ্রিক পারফরম্যান্স সন্তুষ্ট করতে পারেনি কোচকে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে গত বৃহস্পতিবার উলভারহ্যাম্পটনের মাঠে রোমাঞ্চের দোলায় চেপে তিন পয়েন্টের উষ্ণ ছোঁয়া পায় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ম্যাচের পঞ্চম মিনিটে মার্কাস র‍্যাশফোর্ড ও ২২তম মিনিটে গাসমুস হয়লুনের গোলে প্রথমার্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে ছিল ইউনাইটেড। সেই স্কোরলাইন ছিল ৭০ মিনিট পর্যন্ত। পরের সময়টাতেই ম্যাচের চিত্র হয়ে পড়ে পাগলাটে।

পেনাল্টি থেকে ব্যবধান কমান উলভারহ্যাম্পটনের পাবলো সারাবিয়া। চার মিনিট পর ব্যবধান আবার বাড়ান ইউনাইটেডের স্কট ম্যাকটমিনে। ৮৫তম মিনিটে গোল করে ম্যাচে উত্তেজনা ফেরান উলভারহ্যাম্পটনের ম্যাক্স কিলম্যান। ৯০ মিনিট শেষে যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে যখন গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরান পেদ্রো নেতো, মনে হচ্ছিল একটি পয়েন্ট পেতে যাচেছ উলভারহ্যাম্পটন। কিন্তু নাটকের তখনও বাকি। দুই মিনিট পরই দারুণ ফিনিশিংয়ে বল জালে জড়িয়ে ইউনাইটেডকে তিন পয়েন্ট এনে দেন কবি মাইনু। ক্লাবের একাডেমি থেকে উঠে আমার ১৮ বছর বয়সী মিডফিল্ডারের এটি প্রিমিয়ার লিগে প্রথম গোল। ম্যাচ জয়ের সাময়িক উচ্ছ্বাস শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এরিক টেন হাগ বললেন, তার ভেতরে দুইরকম অনুভূতির স্রোত বইছে। তিনি জানান, আমার অনুভূতি মিশ্র। একদিক থেকে আমি খুবই সন্তুষ্ট। অবশ্যই এটা অনেক বড় জয় এবং নিরপেক্ষ দর্শকের দিক থেকে দারুণ উপভোগ্য এক ম্যাচ। তিনি আরও বলেন, তবে ম্যানেজার হিসেবে, এক ঘণ্টা ধরে দলকে দাপটে খেলতে দেখার পর, যখন ৩-০ বা ৪-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, সেখানে উল্টো গোল হজম করতে হয়েছে। মাঠে এসব আরও ভালোভাবে সামলাতে হবে আমাদেরকে। এভাবে চলতে পারে না।

মৌসুমে আগেও বেশ কিছু ম্যাচে ভুলের খেসারত দিতে হয়েছে ইউনাইটেডকে। সেটিই মনে করিয়ে দিলেন টেন হাগ। তবে শেষ পর্যন্ত জিততে পারায় ভালো লাগার কথাও বললেন তিনি।

টেন হাগ বলেন, ম্যাচ আরও ভালোভাবে সামলানো উচিত ছিল আমাদের। এই ধরনের ভুলগুলি আমাদের দূর করতে হবে। এসব চলতে দেওয়া যায় না। এই মৌসুমে আরও কিছু ম্যাচে এরকম হয়েছে আমাদের। মাঠে নেতৃত্ব দেখতে চাই আমি, এই ধরনের গোল হজম করা চলবে না। তিনি আরও বলেন, এই কারণেই বলেছি যে মিশ্র অনুভূতি এই ম্যাচ নিয়ে। এমনিতে দলের পারফরম্যান্স ও কয়েকজনের ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স নিয়ে আমি খুশি।

এশিয়ান কাপ: রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে

জাপানকে হারিয়ে সেমিতে ইরান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ৯০ মিনিট ততক্ষণে পেরিয়ে গেছে। ম্যাচে তখনও সমতা। যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে ভুলটা করে বসলেন কো ইতাকুরা। জাপানের এই ডিফেন্ডার নিজেদের বক্সে পেছন থেকে ফেলে দিলেন প্রতিপক্ষের হোসেন কানানিকে। বাজল পেনাল্টির বাঁশি। স্পট কিকে বল জালে পাঠালেন ইরানের অধিনায়ক আলিরেজা জাহানবাখশ। রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে এশিয়ান কাপের চারবারের রেকর্ড চ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে সেমি-ফাইনালে উঠল ইরান।

কাতারের আল রাইয়ানের এডুকেশন সিটি স্টেডিয়ামে শনিবার (০৩ ফেব্রুয়ারি) কোয়ার্টার-ফাইনাল পিছিয়ে পড়েও ২-১ গোলের দারুণ জয় পায় ইরান। ২০০৫ সালের মার্চের পর এই প্রথম জাপানকে হারাতে পারল তারা। দলটির অপরাজেয় যাত্রা বেড়ে গেল টানা ১৬ ম্যাচে।

ম্যাচের শুরুটা ভালো করে জাপান। ২৮তম মিনিটে প্রতিপক্ষের চার ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে গোল করে দলকে এগিয়ে নেন হিদেমাসা মোরিতা। ইরান সমতায় ফেরে ৫৫তম মিনিটে। সতীর্থের পাস বক্সে পেয়ে গোলটি করেন মোহাম্মদ মোহেবি। এরপর শেষ সময়ে আলিরেজার ওই পেনাল্টি গোল এবং ইরানের জয়োল্লাস। রেফারির শেষ বাঁশি বাজতেই ডাগআউট থেকে ছুটে আসেন ইরানের খেলোয়াড় ও স্টাফরা। মাঠে শুয়ে পড়েন কেউ কেউ। কারও চোখে দেখা যায় আনন্দাশ্রু জল। উল্লাস-উদযাপন যেন শেষই হয় না!

সৌদি আরবের সঙ্গে এশিয়ান কাপের দ্বিতীয় সর্বোচচ তিনবারের চ্যাম্পিয়ন ইরান। ১৯৬৮, ১৯৭২, ১৯৭৬- টানা তিন আসরে শিরোপা জয়ের পর অবশ্য আর কখনও ফাইনালে খেলতে পারেনি তারা। গত আসরে বিদায় নেয় সেমি-ফাইনাল থেকে। আরেকবার তাদের সামনে ফাইনালে ওঠার হাতছানি।

আগের দিন শেষ আটের আরেক ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প রচনা করে দক্ষিণ কোরিয়াও। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়া দলটি সমতায় ফেরে দ্বিতীয়ার্ধের যোগ করা সময়ের ষষ্ঠ মিনিটের পেনাল্টি গোলে। পরে অতিরিক্ত সময়ে ফ্রি কিক থেকে তারকা ফরোয়ার্ড সন হিউং-মিনের গোলে ২-১ ব্যবধানের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে দুইবারের চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ কোরিয়া।

স্পিন পিচের কারণে ক্ষতি হচ্ছে

ভারতীয় ব্যাটারদের: সৌরভ গাঙ্গুলি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ টেস্টের সিরিজে প্রথম ম্যাচে হেরে পিছিয়ে আছে ভারত। হায়দরবাদের স্পিন-উইকেটে ভারতকেই উল্টো নিজেদের ফাঁদে ফেলে দেয় বেন স্টোকসের দল। আর এভাবে বারবার স্পিন ট্র্যাক বানানোয় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) ওপর ক্ষেপেছেন সৌরভ গাঙ্গুলি। এক টুইট বার্তায় বিসিসিআইকে ট্যাগ করে সৌরভ লিখেছেন, 'বুমরাহ, মুকেশ ও সিরাজদের বল করতে দেখলে মনে হয়, কেন আমাদের স্পিনারদের ওপর ভরসা করতে হবে। প্রত্যেক ম্যাচ দেখার পর আরও ভালো স্পোর্টিং উইকেটে খেলার বিশ্বাস দৃঢ় হয়। অশ্বিন, জাদেজা, কুলদীপ, অক্ষরের সঙ্গে ওরাও (পেসার) ২০ উইকেট তোলার সামর্থ্য রাখে।'

স্পিন পিচের কারণে ভারতীয় ব্যাটিংয়েরও ক্ষতি হচ্ছে বলে মত সৌরভের, 'পিচের কারণে ভারতের ব্যাটিং মানের অবনমন ঘটেছে গত ৬-৭ বছরে। ভালো উইকেট ভীষণ জরুরি। তবুও ভারত পাঁচদিনের মধ্যে ম্যাচ জিতবে।'

গতকাল (শনিবার) বিশাখাপত্তম টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শুরুতে যশস্বী জয়সওয়ালের ২০৯ রানের দুর্ধর্ষ ইনিংসে প্রথম ইনিংসে ভারত ৩৯৬ রান তোলে। এরপর প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ড গুটিয়ে যায় মাত্র ২৫৩ রানে। ৪৫ রানের বিনিময়ে ৬ উইকেট শিকার করেন বুমরাহ।

নেশনস কাপের

সেমিতে নাইজেরিয়া

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আফ্রিকা নেশনস কাপের প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে অ্যাঙ্গোলোকে ১-০ গোলে হারিয়ে চলতি আসরের প্রথম দল সেমিফাইনালে উঠে গেছে নাইজেরিয়া। গতকাল শুক্রবার রাতে আইভরি কোস্টের আবিদজানে ম্যাচের ৪১ মিনিটে নাইজেরিয়ার হয়ে গোল করেন অ্যাডিমোলা লুকম্যান। বল দখলে এগিয়ে থাকা অ্যাঙ্গোলার বিপক্ষে এই লিড ম্যাচের শেষ পর্যন্ত ধরে রাখে নাইজেরিয়া।

যদিও কয়েকবার আক্রমণ করেও সফল হতে পারেনি এখন পর্যন্ত এই টুর্নামেন্টের শেষ আটের গন্ডি পার হতে না পারা অ্যাঙ্গোলা। ম্যাচের ৫৯ মিনিটে দারুণ সুযোগ হাতছাড়া করে তারা। নাইজেরিয়া রক্ষণভাগকে ফাঁকি দিয়ে বল পাস করে শেষ পর্যন্ত গোল করতে পারেননি অ্যাঙ্গোলার ফরোয়ার্ড জিনি। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি শেষ হয় ১-০ ব্যবধানেই।

রিয়ালের কারণে লা লিগা

দূষিত হচ্ছে: জাভি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আলমেরিয়া-রিয়াল ম্যাচটি ঘিরে বেশ কিছুদিন ধরেই বিতর্ক চলছে। ঘরের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রিয়াল মাদ্রিদ পয়েন্ট তালিকার তলানিতে থাকা আলমেরিয়ার বিপক্ষে ০-২ গোলে পিছিয়ে থাকার পর ৩-২ গোলে জয় পায়। সেই ম্যাচে ঘটে তিনটি বিতর্কিত ঘটনা। তিনটি ঘটনাই ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর)। আর তিনটি সিদ্ধান্তই রিয়ালের পক্ষে গেছে।

বিতর্কিত সেই ম্যাচের পরপরই রেফারিং নিয়ে বেশ সমালোচনা হয়েছিল। আরও একবার এই ঘটানার সমালোচনা করলেন জাভি হার্নান্দেজ। রিয়ালের বিরুদ্ধে রেফারিকে প্রভাবিত করার অভিযোগ এনেছেন বার্সার স্প্যানিশ এই কোচ।

গতকাল সংবাদ সম্মেলনে জাভি এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'তারা প্রতি সপ্তাহে রেফারিদের ওপর প্রভাব কাটানোর চেষ্টা করে, যেটা আমি পছন্দ করি না। আমার মনে হয়, এটি এই প্রতিযোগিতাকেই কিছুটা দূষিত করছে।'

এর আগে আলমেরিয়া ম্যাচ নিয়ে বার্সা সভাপতি হোয়ান লাপোর্তাও কথা বলেছিলেন। আলমেরিয়া ম্যাচের পর একটি রেডিওতে তিনি বলেছিলেন, 'আলমেরিয়ার বিপক্ষে আমরা একটি লজ্জাজনক ম্যাচ দেখলাম। আর তারা বলবে রেফারি বার্সাকে সাহায্য করছে, আমরা রাগান্বিত, আমরা এটা মেনে নেব না।'

পেলের সম্মানে ব্রাজিলিয়ান সুপার কাপ

এখন 'সুপারকোপা রেই'

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পেলের প্রতি সম্মান জানিয়ে ব্রাজিলের ফুটবল সুপার কাপের নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম দেয়া হয়েছে 'সুপারকোপা রেই'। দেশটির ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ) এ ঘোষণা দিয়েছে। ব্রাজিলিয়ান মৌসুম শুরুর কার্টেন-রেইজার হিসেবে দীর্ঘদিন ধরেই এই সুপার কাপ আয়োজিত হয়ে আসছে। দেশটির শীর্ষ লিগ সিরি-এ বিজয়ী ও কোপা দো ব্রাজিলের চ্যাম্পিয়ন দল এই ম্যাচে অংশ নেয়। রবিবার বেলো হোরাইজন্তে অনুষ্ঠিত সুপার কাপে অংশ নিবে লিগ চ্যাম্পিয়ন পালমেইরাস ও কাপ বিজয়ী সাও পাওলো। 'ও রেই' (দ্য কিং) হিসেবে পরিচিত পেলে। শুধুমাত্র ব্রাজিলে নয়, বিশ্ব ফুটবলে অন্যতম সেরা ফুটবলার হিসেবে বিবেচিত পেলে জাতীয় দলের হয়ে ৯২ ম্যাচে ৭৭ গোল করেছেন। তিনবারের বিশ্বকাপ জয়ী পেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২০২২ সালের ডিসেম্বরে ৮২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। সিবিএফ সভাপতি এডনাল্ডো রড্রিগুয়েজ বলেছেন, 'পেলে সব ধরনের শ্রদ্ধার যোগ্য। তার কৃতিত্ব সবসময়ই সিবিএফ শ্রদ্ধা করবে। সুপারকোপা রেই নামে ম্যাচটি পরিচিত হলে এর গুরুত্ব আরও বাড়বে। সিবিএফ এর গুরুত্ব বিবেচনা করেই নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্রাজিলিয়ান ফুটবলের স্মৃতি ধরে রাখতেই এই ম্যাচের আয়োজন করা হয়। বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম যাতে দেশের ফুটবল আইকনদের ভুলে না যায় এই ম্যাচ আয়োজনের মাধ্যমে সেই চেষ্টা করা হয়। এবারের আয়োজনের মাধ্যমে আমরা ফুটবলের রাজাকে স্মরণ করতে চাই।'

আলাভেসের বিপক্ষে বার্সার নাটকীয় জয়

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : লা লিগার ম্যাচে নিজেদের মাঠে বার্সেলোনাকে আতিথ্য দেয় আলাভেস। স্বাগতিকরা প্রথমে ভীতি ছড়ালেও জাভি হার্নান্দেজের দল ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণ নেয়। ব্রাজিলিয়ান তরুণ স্ট্রাইকার ভিটোর রকি মাত্র ১৩ মিনিটের উপস্থিতিতে গোল করেন এবং লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন। যদিও রেফারির সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক চলছে। তবে এমন অম্লমধুর রাতে বার্সা ৩-১ গোলে হারিয়েছে আলাভেসকে।

বার্সার হয়ে আরও গোল করেছেন রবার্ট লেভানদোভস্কি ও ইলকাই গুনদোয়ান। স্বাগতিকদের হয়ে এক গোল করে সামু ওমোরোদিওন ব্যবধান কমান।

ম্যাচের প্রথম গোলটি আসে ২২ মিনিটে। গুনদোয়ানের বাড়ানো পাস পেয়ে সামনে এগিয়ে থাকা গোলরক্ষকের ওপর দিয়ে চিপ শটে লিড এনে দেন লেভানদোভস্কি। দ্বিতীয়ার্ধে নেমেই দ্বিগুণ লিড পেয়ে যায় বার্সা। ৪৯ মিনিটে সংঘবদ্ধ আক্রমণের শুরুতে পেদ্রি ক্রসে বল দেন গুনদোয়ানকে। সাবেক এই ম্যানচেস্টার সিটি তারকা ছুটে গিয়ে দূরের পোস্ট থেকে চমৎকার কোণাকুণি ভলিতে গোলটি করেন। তবে দুই মিনিট বাদেই ব্যবধান কমায় স্বাগতিকরা। আলাভেসের নাইজেরিয়ার বংশোদ্ভূত ফরোয়ার্ড ওমোরোদিওন ক্রস পেয়ে হেডে বল জালে পাঠান। গুনদোয়ানকে বদলি করে ৫৯তম মিনিটে মাঠে নামানো হয় ব্রাজিলিয়ান তরুণ রকিকে। এই ১৮ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড মাঠে নামার ৬৮ সেকেন্ড পরই গোল করেন। ফোর্তের কাটব্যাক থেকে পাওয়া বল জালে জড়ান বাঁ-পায়ের কোণাকুণি শটে। তবে পরের সময়টা তার জন্য সুখকর ছিল না।

৭২তম মিনিটে তার আনন্দ হতাশায় রূপ নেয়। রাফা মারিনকে ফাউল করে পাঁচ মিনিটের মধ্যে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন তিনি। তাৎক্ষণিকই সেটি নিয়ে ডাগআউটে ভীষণ ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় কোচ জাভিকে। তবে তাতে তো আর সিদ্ধান্ত বদলাবে না। এরপর আর কেউ গোলের দেখা না পাওয়ায় বার্সা ৩-১ ব্যবধানে জিতে মাঠ ছাড়ে।

ফেব্রুয়ারিতে মুখোমুখি হচ্ছে

ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ফুটবলের দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা। এই দুই ফুটবল পরাশক্তি সবশেষ মুখোমুখি হয়েছিল ২০২৩ সালের নভেম্বরে। ২০২৬ বিশ্বকাপের দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইপর্বের ম্যাচে শেষবার দেখা হয় দুইদলের। যেখানে আর্জেন্টিনা ১-০ গোলে ব্রাজিলকে পরাজিত করে। এবার চলতি বছরে আবারো মুখোমুখি হতে যাচ্ছে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার মধ্যকার সুপার ক্লাসিকো ম্যাচ। তবে এবার জাতীয় দলের মধ্যে নয় হবে দুইদলের অনূর্ধ্ব-২৩ দলের মধ্যে। এই মুহূর্তে চলছে ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাই পর্ব। ইতোমধ্যে লাতিন আমেরিকার শক্তিশালী দুইদেশ আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল বাছাই পর্বের দ্বিতীয় রাউন্ড নিশ্চিত করেছে। যেখানে এ গ্রুপ থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ব্রাজিল আর বি গ্রুপ থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আর্জেন্টিনা। বাছাইয়ের চূড়ান্ত পর্বে আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি আর্জেন্টিনা মুখোমুখি হবে ভেনেজুয়েলার। পরবর্তীতে ৮ ফেব্রুয়ারি প্যারাগুয়ের বিপক্ষে খেলবে আর্জেন্টিনা। অন্যদিকে, ব্রাজিল ৫ ফেব্রুয়ারি প্যারাগুয়ে ও ৮ ফেব্রুয়ারি ভেনেজুয়েলার মুখোমুখি হবে। আর ১১ ফেব্রুয়ারি চলতি বছরে প্রথমবারের মতো সুপার ক্লাসিকো ম্যাচে মুখোমুখি হবে ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনা। ভেনিজুয়েলার কারাকাসে হবে ম্যাচটি।

অলিম্পিকের নিয়মানুসারে লাতিন আমেরিকা থেকে দুটি দল অংশ নিতে পারবে। সেই দুটি দল কারা হবে তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছু দিন। তবে ইতোমধ্যে লাতিন অঞ্চলের গ্রুপ পর্বের ম্যাচ শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে উত্তীর্ণ হয়েছে চারটি দল। গ্রুপ 'এ' থেকে ব্রাজিলের সঙ্গে উঠেছে ভেনেজুয়েলা ও গ্রুপ 'বি' থেকে আর্জেন্টিনার সঙ্গে উঠেছে প্যারাগুয়ে। এ চারটি দল বাছাইপর্বের চূড়ান্ত পর্বে একে অপরের মুখোমুখি হবে। সেখান থেকে শীর্ষে থাকা দু'দলই পাবে প্যারিস অলিম্পিকে খেলার সুযোগ যেটি মাঠে গড়াবে চলতি বছরের জুলাইতে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR